দৈনিক ইনকিলাব
16 FEB 2015

নিবন্ধ

একুশে যেভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো

শামসুল হুদা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি লাভের ইতিহাস পর্যালোচনায় কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের কথা জানা যায়। ১৯৯২ সালে ভারতের বাংলাভাষী রাজ্য ত্রিপুরায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'বাংলাভাষা' দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভারতের পশ্চিম বাংলায়ও দীর্ঘদিন থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়ে আসছে। ভাষা শহীদ জব্বারের জন্মস্থান গফরগাঁওয়ের এক থিয়েটার সংগঠন 'গফরগাঁও থিয়েটার' ১৯৯৭ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেয়ার দাবি উত্থাপন করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যাপারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু কিছু আলোচনা ও প্রস্তাব সম্পর্কে জানা যায়। তবে প্রথম সফল উদ্যোক্তারা হলেন কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠী। এ গোষ্ঠী প্রথমে ১৯৯৮ সালে ২৯ মার্চ জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের কাছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি দিবস ঘোষণার প্রস্তাব করে বলে

'The Bengalis have played a very important role in protecting their Mother Language from serious crisis related to its existence. In to-day's world there are many Nations and/or communities still facing serious crisis and threat against their Mother Language.'

('বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষাকে মারাত্মক অস্তিত্ব সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজকের বিশ্বে বহু জাতি এবং/অথবা বহু সম্প্রদায় এখনও তাদের মাতৃভাষার প্রতি হুমকি ও মারাত্মক সঙ্কটের সম্মুখীন।')

মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠীর এ চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন সাত জাতি ও সাত ভাষার ১০ জন সদস্য-ফিলিপাইনের এলবার্ট ভিনজন ও কারমেস ক্রিস্টোবাল, ব্রিটেনের জ্যাসন মোরিন ও সুসান হজিন্স, জার্মানির রেনাটে মার্টিনস এবং ড. কেলভিন চাও (ক্যান্টনিজ), নাজনিন ইসলাম (কা-চি), করুনা জোসি (হিন্দি), রফিকুল ইসলাম/আব্দুস সালাম (বাংলা)। পরবর্তী পর্যায়ে মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠীর সদস্য কানাডা প্রবাসী বাংলাভাষী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম টেলিফোনে ও চিঠির মাধ্যমে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কোর সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকেন। প্রায় এক বছর পর ১৯৯৯ সালের ৩ মার্চের ইউনেস্কোর লিখিত এক চিঠিতে রফিকুল ইসলামকে প্রস্তাবটির ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক ধারণা দেয়া হয় এবং জানানো হয় যে, বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। ইউনেস্কোর কোনো সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে উত্থাপিত হতে হবে। তারপর কানাডা থেকে রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করলে বিষয়টি রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে নোট পাঠায়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথাযোগ্য মূল্যায়ন করে প্রস্তাবটি যথ াশিগগির ইউনেস্কোর সদর দফতর প্যারিসে পাঠানোর নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তাবটি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং ১৯৯৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তা প্যারিসে পৌছে যায়। তখন ইউনেস্কোর নির্বাহী পরিষদের ১৫৭তম অধিবেশন এবং ৩০তম সাধারণ সম্মেলন ছিল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের বিষয়টি নিয়ে ইউনেস্কোতে দুটি প্রধান সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, ইউনেস্কো ভেবেছিল এমন একটা দিবস পালন করতে গেলে ইউনেস্কোর বিপুল খরচের বাজেট প্রয়োজন হবে। প্রতি বছর এমনি বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে প্রথমেই প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। একই সাথে ইউনেস্কো মহাপরিচালক International Mother Language Day-এর পরিবর্তে International Mother Tongue Day নামে অভিহিত করতে সচেষ্ট হন। মহাপরিচালক এজন্য ১ লাখ ডলারের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেন এবং দু'বছর পর নির্বাহী পরিষদের ১৬০তম অধিবেশনে একটি সম্ভাব্যতা রিপোর্টের মাধ্যমে বিষয়টি উত্থাপনের আদেশ দেন। এর ফলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস গ্রহণযোগ্য বিবেচনা ও ঘোষণার বিষয়টি অনিশ্চয়তা ও দীর্ঘসূত্রতার জালে পতিত হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বাংলাদেশের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন ইউনেস্কো অধিবেশনে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা। তিনি অধিবেশনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য ১৮৮টি জাতির সামনে তুলে ধরেন। তিনি বিভিন্ন দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সাথে ঘরোয়া বৈঠক করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পক্ষে অভিমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তিনিই উপস্থিত সদস্যদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, দিবসটি পালন করতে প্রকৃতপক্ষে ইউনেস্কোর এক ডলারও লাগবে না, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষ নিজেরাই নিজেদের মাতৃভাষার গুরুত্ব আলোচনার মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে দিনটি পালন করবে। প্রস্তাবটিতে সমর্থন আদায়ের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক মুসলিম দেশসমূহ ও ইউরোপীয় দেশসমূহের সাথে ব্যক্তিগত কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় সফলকাম হন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ব্যাপারে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতার মনোভাবে স্পর্শকাতর প্রতিক্রিয়া এবং উক্ত বিষয়ে সউদী আরব প্রতিনিধির অভিন্ন মনোভাবও আমাদের শিক্ষামন্ত্রী চমৎকারভাবে ম্যানেজ করে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। পরে সউদী আরব এত বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েছিল যে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় বাংলাদেশের সাথে তারা যৌথ প্রস্তাবকও হয়ে যায়। ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিয়েও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় তাদের আপত্তি ছিল না, তবে তারা ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলোর কাছে শিক্ষামন্ত্রী যুক্তি ও আবেগের সাথে এ বিষয়টি তুলে ধরেন যে, পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালিরা মাতৃভাষার অধিকারের জন্য রক্ত দিয়েছে এবং সেটা ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে। পয়লা মে দিনটি যেমন শিকাগোর ঘটনা দ্বারা অভিষিক্ত, তেমনি একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাও সমভাবে তাৎপর্যময়। তখন ইউরোপীয়রা ব্যাপারটা বুঝতে সক্ষম হন।

প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ পাপুয়া নিউগিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রস্তাব পেয়ে উপলব্ধি করে তাদের বিভিন্ন গোত্র ও জাতিসত্তার শত শত এবং আলাদা আলাদা মাতৃভাষা রয়েছে, যার অনেকগুলোই বিলুপ্ত হতে চলেছে। তারাও একুশে ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাবে উৎসাহী হয়ে সমর্থক-সদস্য হতে চায়। প্রস্তাবটির ব্যাপারে ব্যাপক সমর্থনের ফলে ইউনেস্কোর ১৯৯৯ সালের অধিবেশনেই তা পাস হয়ে যায় এবং এভাবে উক্ত বছরের ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ করে ২১ ফেব্রুয়ারি। ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক সেই অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের মূল প্রস্তাবক ছিল বাংলাদেশ ও সউদী আরব। আর সমর্থন করেছিল আইভরি কোস্ট, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কামোরোস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পাকিস্তান, ওমান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, বাহামা, বেনিন, বেলারুশ, গাম্বিয়া, ভারত, ভানুয়াতু, মাইক্রোনেশিয়া, রুশ ফেডারেশন, লিথুয়ানিয়া, মিসর, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া ও হন্ডুরাস। ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ শুধু বাংলা ভাষাভাষীদের বিশ্ব জয় নয়, পৃথিবীর সব মাতৃভাষাপ্রেমীর ভাষার জয়।

> *প্রস্তাবটির ব্যাপারে ব্যাপক সমর্থনের ফলে ইউনেস্কোর ১৯৯৯ সালের অধিবেশনেই তা পাস হয়ে যায় এবং এভাবে উক্ত বছরের ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ করে ২১ ফেব্রুয়ারি। ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক সেই অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের মূল প্রস্তাবক ছিল বাংলাদেশ ও সউদী আরব। আর সমর্থন করেছিল আইভরি কোস্ট, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কামোরোস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পাকিস্তান, ওমান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, বাহামা, বেনিন, বেলারুশ, গাম্বিয়া, ভারত, ভানুয়াতু, মাইক্রোনেশিয়া, রুশ ফেডারেশন, লিথুয়ানিয়া, মিসর, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া ও হন্ডুরাস। ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ শুধু বাংলা ভাষাভাষীদের বিশ্ব জয় নয়, পৃথিবীর সব মাতৃভাষাপ্রেমীর ভাষার জয়।*

লেখক : ভাষাসৈনিক ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড